এক্ষেত্রে মানুষ কখনো কখনো নিজের বার্ধক্য, অসুস্থতা ও পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তায় সীমালঙ্ঘন করে ফেলে। এক পর্যায়ে ঘুস ও অবৈধ লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে। সুদকে বৈধ ভাবতে শুরু করে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন—

> 'যে একটি অবৈধ মুদ্রা ভক্ষণ করল, সে সত্যিকারের তাওয়াক্কুলকারী নয়।'

যখন কোনো ব্যক্তি দায়ির ভূমিকা পালন করে কিংবা সমাজের কল্যাণকামী হয়, তখন তার জন্য তাওয়াক্কুল অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাকে তাগুতের বিরোধিতায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে তাওয়াক্কুলের দুর্গে আশ্রয় নিতে হয়। সে অন্যায়-অবিচারের প্রতীক ফেরাউন, সীমালঙ্ঘনের প্রতিক কারুন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হামানদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্য কামনা করে, সে কখনো পরাজিত হতে পারে না।

> 'যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের ওপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর মুসলিমদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।' সূরা আলে ইমরান : ১৬০

কুরআনের ভাষায় তাওয়াক্কুলের মর্যাদা

'তাওয়াক্কুল' পরিভাষাটি কুরআনুল কারিমে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনে তাওয়াক্কুলকারীদের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। সেখানে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে তাওয়াক্কুলের গুরুত্ব ও মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

• আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ-কে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ

কুরআনুল কারিমের নয়টি আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে তাওয়াক্কুলের নির্দেশ দিয়েছেন।

তন্মধ্যে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া আয়াতসমূহ হলো—

> 'আর আল্লাহর কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য, সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। অতএব, তাঁরই বন্দেগি করো এবং তাঁর ওপরই ভরসা রাখো।' সূরা হুদ : ১২৩

তাওয়াক্কুলের মর্যাদা

তাওয়াক্কুল আত্মার ইবাদতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। এই ইবাদত ঈমানের অন্যতম অনুষঙ্গ। ইমাম গাজ্জালির মতে—এটি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিশ্বাসীদের নিদর্শন এবং আল্লাহপ্রিয় বান্দাগণের ভূষণ। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের ভাষায়—এটি দ্বীনের অর্ধাংশ, আর বাকি অর্ধাংশ আল্লাহমুখী হওয়া। এর প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে—

> 'আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তাঁর প্রতি ফিরে যাই।' সূরা হুদ : ৮৮

ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার সমন্বিত রূপই হলো ধর্ম। তাওয়াক্কুল হলো সাহায্য প্রার্থনা করা। আর আল্লাহমুখী হওয়া একটি ইবাদত।

তাওয়াক্কুলের প্রয়োজনীয়তা

একজন মুসলিমের জীবনে তাওয়াক্কুল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষত রিজিকের ব্যাপারে। কারণ, রিজিকের চিন্তা মানুষের মনকে সব সময় ব্যতিব্যস্ত রাখে। এর জন্য বেশিরভাগ মানুষই শারীরিকভাবে কষ্ট সহ্য করার পাশাপাশি রাত-দিন মানসিকভাবেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। মানুষ চিন্তা করে, তার জীবিকা অন্য কোনো সৃষ্টিজীবের হাতে। তাই তো একটুখানি জীবিকার জন্য বহু মানুষ সেই সৃষ্টিজীবের কাছে মাথা নত করে, নিজের মর্যাদা লুটিয়ে দেয় এবং নিজেকে লাঞ্ছিত করে তোলে। মানুষ ভাবতে থাকে, তার ও সন্তানদের জীবিকা তার মতোই আরেকজনের হাতে। সে চাইলেই রিজিক দিতে পারে, আবার চাইলে আটকেও দিতে পারে। তার হাতেই যেন জীবন-মরণ সব; যেমনটি নমরুদ নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে ভাবত।

মুখবন্ধ

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছিরন ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফিহি।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্যতম নৈতিক গুণ 'তাওয়াক্কুল' নিয়ে এই আয়োজন। তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে মুমিনদের কুরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন আঙ্গিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মুতাওয়াক্কিলগণের পরম আদর্শ।

ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও বাড়াবাড়ির প্রচলন রয়েছে। কেউ কেউ তাওয়াক্কুলকে বানিয়েছেন পরনির্ভরশীলতার সমার্থক, আবার কেউ একে মনে করেন উপকরণ অবলম্বন না করার নামান্তর। আমি এখানে বিভিন্ন সুফি-সাধকের তাওয়াক্কুলের এমন ঘটনাবলির আলোচনা করেছি—যা একদিকে যেমন ইসলামের মধ্যমপন্থার সাথে সাংঘর্ষিক, অন্যদিকে মহান আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যের সাথেও সাংঘর্ষিক।

আমরা এখানে তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পদ্ধতি তুলে ধরেছি—যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান; রয়েছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি, জীবনের পাথেয় এবং হিদায়াতের আলো।

ইরশাদ হয়েছে–

> 'এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী। কিন্তু আমি একে করেছি নুর—যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথ নির্দেশ করেন। আল্লাহর পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রেখ, আল্লাহ তায়ালার কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।' সূরা শুরা : ৫২-৫২

অনুবাদকের কথা

তাওয়াক্কুল। সব ধরনের উপায়-উপকরণের সাহায্য নিয়ে আত্মাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে জুড়ে রাখার নাম তাওয়াক্কুল। মানবজীবন কত শত দায়িত্ব, কর্তব্য ও সিদ্ধান্তের সমাহার; যার কিছু থাকে ছোটোখাটো, কিছু থাকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু থাকে ঝুঁকিপূর্ণ। এসবের বাস্তবায়নে আমরা বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম ব্যবহার করি। মাধ্যম ব্যবহার করে কর্ম সম্পাদন মহান আল্লাহরই নির্দেশ। আল্লাহর ওপর ভরসা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তাওয়াক্কুল নয়; বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করার পাশাপাশি যথাযথ সকল বাহ্য উপায়-উপকরণের সাহায্য নেওয়াই হলো তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুল নবিগণের আদর্শ, মুমিনের অন্যতম গুণ, ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। তাওয়াক্কুল মুমিন-হৃদয়ের প্রশান্তির অনুষঙ্গ, দয়াময়ের ভালোবাসা অর্জনের নিয়ামক।

> 'আপনি সেই চিরঞ্জীবের ওপর ভরসা করুন—যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন।' সূরা ফুরকান : ৫৮

গ্রন্থটি ইউসুফ আল কারজাভি সংকলিত *আত-তাওয়াক্কুল* গ্রন্থের অনুবাদ। এখানে তিনি ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞার পাশাপাশি কুরআনুল কারিমের ভাষায় এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ফলাফলের বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাওয়াক্কুলের সাথে উপায়-উপকরণের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের তাওয়াক্কুলের পদ্ধতিরও আলোচনা করেছেন। তাওয়াক্কুলের সাথে উপকরণ অবলম্বনের সাংঘর্ষিকতার আপত্তিগুলোও খণ্ডন করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে।

বইটির প্রকাশক, সম্পাদক ও প্রুফ সমন্বয়কারীসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর বিনিময়ভার সোপর্দ করছি উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশ্যে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার দ্বীনি ভাই আবদুল্লাহ ফাহাদ-এর প্রতি। মহান আল্লাহ সবার খেদমতকে ইখলাসের মোড়কে কবুল করুন।

মহিউদ্দিন কাসেমী
০১ ডিসেম্বর, ২০২০